

পাঠ করার জন্য সর্বশ্রেষ্ট মন্ত্র।

শ্রীসূক্তম্

[ঋগবদীয় বাষ্কল শাখা (খলি) অংশে সংকলতি]

□ হরিণ্যবর্ণাম্ হরিণীং সুবর্ণজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হরিণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবদো ম আবহ॥১॥

অনুবাদঃ হরিণীং, হে জাতবদো! (সর্বজ্ঞ) অগ্নিদেবে! আপনি হরিণ্যবর্ণরূপী সূন্দরী, সুবর্ণ এবং রত্নপথে হার পরহিতা, চন্দ্রবৎ প্রসন্নাকান্তী সুবর্ণময়ী লক্ষ্মীদেবীকে আমার জন্য আহ্বান করুন। (১)

তাং ম আবহ জাতবদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যং হরিণ্যং বিন্দিয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্॥২॥

অনুবাদঃ হে অগ্নে! সেই লক্ষ্মীদেবীর, যার কখনো বিনাশ হয় না এবং যার আগমনে আমি সুবর্ণ, গবাদিশু, ঘোড়া এবং পুত্রাদি প্রাপ্ত করতে পারব; আমার জন্য তাকে আহ্বান করুন। (২)

অশ্বপূর্বাং রথমধ্যাং হস্তনিদপ্রবোধিনীম্।
শ্রিয়ং দেবীমুপহবয়ং শ্রীর্মাদেবী জুষতাম্॥৩॥

অনুবাদঃ যার অগ্রে তজ্জেস্বী ঘোড়া এবং সেই রথ মধ্যে দেবী স্বয়ং বরাজমান থাকেন। হস্তনিদ শুনতে যিনি প্রসন্ন হন, সেই শ্রী দেবীকে আমি আহ্বান করছি। দেবী লক্ষ্মী আমার প্রাপ্ত হোক। (৩)

কাংসোস্মতিং হরিণ্যপ্রাকারাং আদ্রাং জ্বলন্তীং ত্পতাং ত্রপযন্তীম্।
পদ্মসেখতিং পদ্মবর্ণাং তামহিাপহবযশ্শ্রিয়ম্॥৪॥

অনুবাদঃ যিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী, মৃদুমন্দ হাঁসকারিণী, সুবর্ণ দ্বারা আবৃত, কটামলমতি, তজ্জেস্বী, পূরনকামা, ভক্তনুগ্রহকারিণী, পদ্মাসনে বরাজতি পদ্মবর্ণা। সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমি এখানে আহ্বান করছি। (৪)

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ংলোকং দেবে জুষ্টামুদারাম্।
তাং পদ্মিনীমীং শরণমহং প্রপদ্যহেলক্ষ্মীর্মমো নশ্যতাং ত্বাং বৃণে॥৫॥

অনুবাদঃ চন্দ্রমার ন্যায় শুভ্রকান্তি, সূন্দরী দ্যুৎশালিনী, যশে দপ্তীমতি, সুবর্ণলোকে দেবগণ দ্বারা পূজিতা, উদারশীল, পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর আমি শরণাগত হচ্ছি। আমার দারদ্র্যতা দূর হোক। হে মাতা আমি তোমাকে শরণ্যরূপে বরণ করছি। (৫)

আদিত্যবর্ণণে তপসোহধিজাতো বনস্পতস্তিববৃক্ষোথ বলিবঃ।
তস্য ফলানি তপসানুদন্তু মায়ান্তরায়শ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ॥৬॥

অনুবাদঃ সূর্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপে, তোমারই তাপে বৃক্ষশ্রেষ্ট মণ্ডলময় বলিববৃক্ষ (বলে গাছ) উৎপন্ন হয়েছে। এই বৃক্ষের ফল তোমারই অনুগ্রহে আমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দারদ্র্যতা দূর করুক। (৬)

উপতৈ মাং দেবসখঃ কীর্তিশ্চিমণিা সহ।
প্রাদুর্ভুতো সুরাষ্ট্রহেস্মনি কীর্তিম্বিধ্দিং দদাতু মঃ॥৭॥

অনুবাদঃ হে দেবী! দবেসখা কুবরে ও তার মতির মণভিদ্র তথা প্রজাপতি দক্ষরে কন্যা কীর্তি আমার প্রাপ্তি হোক। অর্থাৎ আমার ধন এবং যশ প্রাপ্তি হোক। আমি যে রাষ্ট্রে জন্মেছি, তার কীর্তি ও সমৃদ্ধি প্রদান কর। (৭)

ক্শুত্পাসামলাং জষ্ঠাং অলক্শ্মীং নাশয়াম্‌যহম্‌।
অভুতমিসমৃদ্ধিং চ সর্বানরিণুদ মং গৃহাত ॥৮॥

অনুবাদঃ লক্শ্মী দেবীর বড় বোন অলক্শ্মী (দরদির্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী / অভিশিত) যার জন্ম ক্শুধা-পিপাসায় মলনি- ক্শীণশরীরে বিদ্যমান থাকে। সেই অলক্শ্মী দূর হোক। হে দেবী! আমার ঘর হতে সমস্ত প্রকার দারদির্য এবং অমঙ্গলকে দূর করো। (৮)

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্যাং নতিষপুষ্টাং করীষণীম্‌।
ঈশ্বরং সর্বভূতানাং তামহিাপহবয়ং শ্রয়িম্‌ ॥৯॥

অনুবাদঃ যার প্রবশেরে দুয়ার সুগন্ধতি, যিনি দুষ্প্রাপ্য (যাকে সহজে প্রাপ্ত করা যায় না) তথা নতিষপুষ্টা, যিনি প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করেন, সমস্ত ভূতেরে স্বামীনী সেই লক্শ্মীদেবীকে আমি আহ্বান করছি। (৯)

মনসঃ কামমাকৃতং বাচঃ সত্যমশীমহি।
পশুনাং রূপমনস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রয়েতাং যশঃ ॥১০॥

অনুবাদঃ মনের কামনা, সংকল্প-সদিধি এবং বচনের সত্যতা আমার প্রাপ্তি হোক। গবাদপিশু এবং বিভিন্ন অন্ন ভোগ্য পদার্থেরে রূপে তথা যশ রূপে শ্রী দেবী আমার এখানে আগমন করুক। (১০)

কর্দমনেপ্রজাতা ময়সিংভবকর্দম।
শ্রয়িং বাসয়মকুলে মাতরং পদ্মমালিনীম্‌ ॥১১॥

অনুবাদঃ লক্শ্মীর পুত্র কর্দম এর সন্তান আমি কর্দম ঋষি! আপনি আমার এখানে আবর্তিত হন তথা পদ্ম ফুলেরে মালা পরহিতা মাতা লক্শ্মীদেবীকে আমার কুলে স্থাপিত করুন। (১১)

আপ স্রজন্তু সগিধানি চক্লীত বস মং গৃহে।
নচি দেবীং মাতরং শ্রয়িং বাসয় মং কুলে ॥১২॥

অনুবাদঃ জল স্নগিধ পদার্থেরে সৃষ্টকির্তা লক্শ্মীপুত্র চক্লীত! আপনিও আমার ঘরে বাস করুন এবং মাতা লক্শ্মীদেবীকেও আমার কুলে নবাস করান। (১২)

আর্দ্রাং পুষ্করণীং পুষ্টি পঙ্কিগলাং পদ্মমালিনীম্‌।
চন্দ্রাং হরিণ্ময়ীং লক্শ্মীং জাতবদেদো ম আবহ ॥১৩॥

অনুবাদঃ হে অগ্নিদেবে! আর্দ্রস্বভাবা, কমলহস্তা, পুষ্টিরূপা, পীতবর্ণা, পদ্ম ফুলেরে মালা পরহিতা, চন্দ্রমার সমান শুভ্রকান্তি দ্বারা যুক্তা, স্বর্ণময়ী লক্শ্মীদেবীকে আমার এখানে আহ্বান করুন। (১৩)

আর্দ্রাং যঃ করণীং যষ্টিং সুবর্ণাং হমেমালিনীম্‌।
সূর্যাং হরিণ্ময়ীং লক্শ্মী জাতবদেদো ম আবহ ॥১৪॥

অনুবাদঃ হে অগ্নিদেবে! যিনি দুষ্টেরে দ্বারা নগ্নীত হয়েও কোমল স্বভাব এর, যিনি মঙ্গলময়ীনী, অবলম্বন প্রদানকারী যষ্টিরূপা, সুবর্ণা, হমেমালিনী, সূর্যস্বরূপা তথা হরিণ্ময়ী, সেই লক্শ্মীদেবীকে আমার এখানে আহ্বান করুন। (১৪)

তাং ম আবহ জাতবদেদো লক্শ্মীমনপগামিনীম্‌।
যস্যং হরিণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যোশ্বান্‌ বন্দিদয়েং পুরুষানহম্‌ ॥১৫॥

অনুবাদঃ হে অগ্নিদেবে! কখনো বনিষ্ট না হওয়া, সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমার এখানে আহ্বান করুন। (১৫)

য: শুচি: প্রয়তভূত্বা জুহুয়াদাজ্যমনবহম্।
সূক্তং পঞ্চদশর্চ চ শ্রীকাম: সততং জপেৎ।।

অনুবাদঃ যিনি লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভে ইচ্ছা করেন, তাকে প্রতিদিন পবিত্র এবং সংযমশীল হয়ে অগ্নিতে ঘি আহুতি দিয়ে তথা এই পনের ঋচ্ মন্ত্রের শ্রীসূক্ত নরিন্তর পাঠ করা উচিত।

ফলশ্রুতি

পদ্মাননে পদ্মউরু পদ্মাক্ষি পদ্মসংভবো।
তন্মতে ভজসি পদ্মাক্ষি যনে সৌখ্যং লভাম্যহম্ ॥ ১

অনুবাদঃ হে লক্ষ্মীদেবী! তোমার শ্রীমুখ, উরু ভাগ, নতেরাদি পদ্মের ন্যায়। তোমার উৎপত্তি পদ্ম হতেই হয়েছে। হে কমলনয়নী! আমি তোমার স্মরণ করছি, তুমি আমার প্রতি কৃপা কর। (১)

অশ্বদায়ৈ গোদায়ৈ ধনদায়ৈ মহাধনো।
ধনং মে লভতাং দবেসি সর্বকামাংশ্চ দহেমি ॥ ২

অনুবাদঃ হে দেবী! অশ্ব, গাভী, ধন প্রদানে তুমি সমর্থ। তুমি আমাকে ধন প্রদান কর। হে মাতা! আমার সমস্ত কামনা পূরণ কর। (২)

পদ্মাননে পদ্মবপিত্রং পদ্মপ্রিয়ে পদ্মদলায়তাক্ষি।
বিশ্বপ্রিয়ে বষ্ণুমনোনুকূলে ত্বত্পাদপদ্মং ময়ি সংনধিস্ত্বং ॥ ৩

অনুবাদঃ হে দেবী! তুমি পদ্মমুখী, পদ্মাসনে বিরাজিতা, পদ্ম-দলের ন্যায় তোমার নতের, পদ্ম ফুল তোমার প্রিয়। সৃষ্টির সমস্ত জীব তোমার কৃপা লাভে ইচ্ছুক। তুমি সবাইকে তার মনরে মত ফল প্রদান করে থাক। হে দেবী! তোমার চরণ-কমল সর্বদা আমার হৃদয়ে স্থতি। (৩)

পুত্রপটাত্রং ধনং ধান্যং হস্তাশ্বাদগিবরেথম্।
প্রজানাং ভবসি মাতা আয়ুষ্মন্তং করোতু মে ॥ ৪

অনুবাদঃ হে দেবী! তুমি সৃষ্টির সমস্ত জীবের মাতা। তুমি আমাকে পুত্র-পটাত্র, ধন-ধান্য, হাত-ঘোড়া, গাভী, ষাড়, রথ ইত্যাদি প্রদান কর। আমাকে দীর্ঘায়ু প্রদান কর। (৪)

ধনমগ্নির্ধনং বায়ুর্ধনং সূর্যোধনং বসু।
ধনমন্দিরো বৃহস্পতিবরুণং ধনমস্তু মে ॥ ৫

অনুবাদঃ হে লক্ষ্মী! তুমি আমাকে অগ্নি, ধন, বায়ু, সূর্য, জল, বৃহস্পতি, বরুণ ইত্যাদি কৃপা দ্বারা ধনের প্রাপ্তি প্রদান কর। (৫)

বনৈতয়ে সোমং পবি সোমং পবিতু বৃত্বাহ।
সোমং ধনস্য সোমনিও মহ্যং দদাতু সোমনি: ॥ ৬

অনুবাদঃ হে বনৈতয়ে পুত্র গরুড়! বৃত্বাসুরের বধকর্তা, ইন্দ্র ও অন্য সকল দেবতা যে অমৃত পান করেছে, আমাকে সেই অমৃতযুক্ত ধন প্রদান কর। (৬)

ন ক্রোধো ন চ মাত্সর্য ন লোভো নাশুভামতি।
ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং শ্রীসূক্তং জপেৎ ॥ ৭

অনুবাদঃ এই শ্রী সূক্ত পঠনকারীর ক্রোধ, মৎসর, লোভ এবং অন্যান্য অশুভ কর্মে প্রবৃত্তি থাকে না। তিনি সংকর্মের দিকে প্রেরিত হন। (৭)

সরসজিনলিয়ে সরোজহস্তে ধবলতরাংসুকগন্ধমাল্যশোভে।

ভগবতি হরবিল্লভে মনোজ্ঞে ত্রিভুবনভূতকিরি প্রসীদমহম্ ॥ ৮

অনুবাদঃ হে ত্রিভুবনশ্বেবরী! হে পদ্মনবাসিনী! তুমি হাতে পদ্ম ধারণ করে থাক। সাদা, পরচ্ছিন্ন বস্ত্র, চন্দনযুক্ত মালা পরহিতি হে বসিগুপ্রিয়া দেবী ভগবতি! তুমি সবার মনকে জান। এই অভাগার প্রতি কৃপা কর। (৮)

বসিগুপত্নীং ক্ষমাং দেবী মাধবী মাধবপ্রিয়াম্।

লক্ষ্মীং প্রিয়সখীং দেবীং নমাম্যচ্যুতবল্লভাম্ ॥ ৯

অনুবাদঃ ভগবান বসিগুর পত্নী, মাধবপ্রিয়া, ভগবান অচ্যুতরে প্রয়েসী, ক্ষমামূর্তি, লক্ষ্মীদেবী আমি তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। (৯)

মহাদেবেষৈ চ বদ্মহে বসিগুপত্নৈ চ ধীমহি।

তন্নো লক্ষ্মী: প্রচোদয়াৎ ॥ ১০

অনুবাদঃ আমি মহাদেবী লক্ষ্মীর স্মরণ করছি, বসিগুপত্নি লক্ষ্মী আমার প্রতি কৃপা কর। হে দেবী আমাকে সৎকার্য প্রবৃত্তিতে প্রেরিত কর। (১০)

শ্রীবর্চস্বমায়ুষ্মারোগ্যমাবধিচ্ছোভমানং মহীয়তে।

ধান্যং ধনং পশুং বহুপুত্রলাভং শতসংবৎসরং দীর্ঘমায়ুঃ ॥

অনুবাদঃ শ্রী সূক্ত পাঠ কারী ব্যাক্তি শ্রী, তজে, আয়ু, স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ হয়ে শোভিত থাকে। তিনি ধন-ধান্য, গবাদিশু ও পুত্রবান হয়ে দীর্ঘায়ু লাভ করে।

□ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

॥ ইতি শ্রীসূক্তং সমাপ্তম্ ॥

